একটা গাঁৱে একজন বহুত চাষী আৰু কামিয়াল বুঢ়া ৰহে। নিজৰ যোৱানকালে বুঢ়াই বহুত কষ্টে ধন কামাই ৰহে। বুঢ়াকেৰ চাৰটা বেটা ৰহে, কিন্তু ওৰে বহুত কাঁড়ি ৰহে। ওৰেৰ কাম ধন নাই কৰকে এহনে তিনি বিতাই বাপকেৰ কামানি খাত ৰহে। বেটা চাৰটাকে লেইকে বুঢ়াকেৰ বহুত চিন্তা হতে ৰহে। ইহনে বুঢ়াকেৰ বেৰামটাও

Scanned with ACE Scanner

ভাল নাই বসা হলেই। কাম ধাম কোন করেক নাই পারা হলেই। বুড়াকের একটাই চিন্তা যে কিরকম নিজের বেটাগিলাকে কামে লাগাইক পারাই। বুড়া বেদিন ওহরকে বুঝাই বুঝাই থকাই গেলেই, কিন্তু কোন বদলাইক নাই পারলেই। বাপকের বাত শুনকেও নাইশুনা রকম করকে ইধনে-উধনে বইল যাইলা।

বুড়াকের মরেক দিন নজনে পহুঁচ যাও রহে। এইতে বুড়াই চারটা বেটাকে হাকাই আইনকে বল্লেই, — "বেটাহের মর দুনিয়াতে যাইক সময় আই গেলেই। মর যেতকা কামাল ধন রহে, মই বে পাথার মাকে গাড়াইকে রাইখছি। মই মরল পিছে তহনি ধনগিলা নিকলাই লেবা আর চারজন মে বাখরা কইর লেবা।" তার কেইদিন পিছেই বুড়া নহকান

হৈ গেলেই। বাপকের মরন কেরা-পেশুন আদায় হবার পিছে বেটা গিলা বাপকের কথামতে পাথার খাইকে একদিন এক-কিনারতে মাটি কাটেক শুরু করলেন। মাটি কাটলেন হে কাটলেন কিন্তু কনই নাই পালেন। কাটতে কাটতে ভর পাথার মাটি কাটাই গেলেই দেখকে ইরকম লাগলেই যে খেতি কারকলেহে কাট মারা হলেই। ওতরে কনদিগে কন ধন নাই পালেন। তখন বর বেটা বেল্লেই,— " মাটি নিচেত' কন' নাই পোতালেই, কাট কি মারা হলেই যখন মকে হাঁটি ধুলি দেবই। কেই-দিনকের পিছে পাথারে বহুত ধান মকে। খেতি হৈ উঠলেই। মকে গিলা তাদিকে বাজারমে বেচেকলে লেই গেলেন। আর ভের টাইকা পালেন। তখনহে ওতরে বুঝা পালেন বাপকের কথাটা যে আসল ধন কাট-

কৰলেহে পোৱাইলা । কাম কৰলেহে ওৱাৰ ফল মিলি ।
এই ধনোকেৰ পিছে ওৰ যতনচে খেতি-বাতি কৰেক
শুৰু কৰলেন আৰ ধন কামাই সুখে জীৱন বিতালেন ।

নীতি শিক্ষা :- কষ্টই হলেক আসল ধন, কষ্ট কৰলেহে
ওৱাৰ ফল পোৱাইলা ।

Scanned with ACE Scanner